# গ্রামীণ মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, স্থাপত্য ও লোক ঐতিহ্য

সম্পাদনা : ড. সোমা মুখোপাধ্যায়

# গ্রামীণ মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, স্থাপত্য ও লোক ঐতিহ্য


সম্পাদনা

ড. সোমা মুখোপাধ্যায়



শিল্পনগরী

বহরমপুর ।। মুর্শিদাবাদ

মুখ্য পরিবেশক আকাশ

ARCHAELOGY, HISTORY AND DISTINCTIVE FOLK TRADITIONS OF RURAL AREA OF MURSHIDABAD, WEST BENGAL

Price : Rs. 150/- only


প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট, ২০১৭

প্রকাশক : অভিজিৎ রায়

গ্রন্থস্বত্ব : পাঁচথুপী হরিপদ গৌরীবালা কলেজ

প্রচ্ছদ : অভিজিৎ রায়

মুদ্রণ : আকাশ ।। ৫২/জি/১, ডলি আবাসন ।। বাবুপাড়া
গোরাবাজার ।। বহরমপুর ।। মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১
ফোন : ০৩৪৮২-২৫৬২৫৬ / ৯৪৩৪২৫৬৩৫৬
E-mail : aakaashpublishers@gmail.com

ISBN : 978-93-84383-70-1

বিনিময় মূল্য : ১৫০্টাকা

অর্থানুকূল্যে :

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

University Grants Commission

INTACH

Indian National Trust for Art and Cultural Heritage

# সূচি


- বাংলার টেরাকোটা বৈচিত্র ও কৃষ্ণ লীলা ।। কমল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪
- ফতেসিং পরগণা ও ফতে হাড়ির বৃত্তান্ত ।। পুলকেন্দু সিংহ ১৮
- মঙ্গলকাব্যে বড়ঞা অঞ্চল ।। বালকনাথ ভট্টাচার্য্য ২৫
- কর্ণসুবর্ণ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তন একটি বিশ্লেষণ ।। সোমা ঠাকুর ৩৩
- পাঁচথুপীর যাত্রাপথ ।। শম্পা লাহা ৩৮
- পাঁচথুপীর সঙ একটি হারানো ঐতিহ্য ।। ড. প্রিয়নাথ ঘোষ হাজরা ৪১
- শরীয়তি মতে মুসলিম বিবাহ ।। আতাহার হোসেন ৪৫
- গাজন উৎসব ।। অজিত কুমার লাহা ৪৯
- চড়ক মেলা ।। মৌমিতা ধর ৫২
- ইতিবৃত্তে জজান ।। প্রশান্ত কুমার দাস ৫৪
- প্রাচীন ঐতিহ্য ও জনশ্রুতির কেন্দ্র - কুলি ।। অভিজিৎ মণ্ডল ৫৭
- ইতিহাসের আলোকে মুর্শিদাবাদের রোগ-মহামারি : ব্রিটিশ জনস্বাস্থ্য নীতি ও দেশীয় লোকবিশ্বাস ।। অরিজিৎ কুণ্ডু ৬২
- শশাঙ্কের আমলে বঙ্গশিল্প সংস্কৃতি ।। পম্পি সিদ্ধান্ত ৬৯
- কতিপয় গ্রাম সমীক্ষা ৭১-৮১
- যোগীন্দ্রনাথ সরকার : জন্মসার্ধশতবর্ষে পুনর্নব ।। ড. কাকলী ধারা মণ্ডল ৮২
- চিন্তার রাজনীতি ।। মিন্টু মণ্ডল ৯৫
- লেখক পরিচিতি ।। ৯৯

# প্রস্তাবনা

## ড. সোমা মুখোপাধ্যায়

জনপ্রবাহ একটা নির্দিষ্ট ধারা, সে ধারা কখনও কোনো এক জায়গায় এসে থেমে যায় না, প্রবহমান সেই ধারা রূপান্তরের পথ বেয়ে কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নবরূপ ধারণ করে, আর তার অন্তরে থেকে যায় প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির ফল্গুধারা। বাঙলা নদীমাতৃক দেশ। এদেশের সভ্যতা, শিল্প, সংস্কৃতি শস্যসম্পদ-নদীরই দান। আবার এই নদীরই উচ্ছ্বল, উদ্দাম, তীব্র জলস্রোতে, বন্যার তোড়ে বাংলার মানুষ গৃহহীন, স্বজনহীন, পোষ্যহীন হয়েছে। পুনরায় জল সরে গিয়ে যে পলি পড়েছে, তাতে সোনার ফসল ফলিয়েছে, বাংলার মানুষ।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস বলতে সাধারণ অর্থে নবাবী আমলকে ধরা হয়। কিন্তু এই চেনা মুর্শিদাবাদের আড়ালে আছে আর এক অচেনা মুর্শিদাবাদ। যে মুর্শিদাবাদের মধ্যে শোনা যায় কুষাণ গুপ্ত যুগের আলো আঁধারি যুগের কথা। সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজা শশাঙ্ক থেকে পাল ও সেন যুগে কর্ণসুবর্ণ ও গৌড় কে কেন্দ্র করে যে শক্তিশালী রাষ্ট্রকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সামন্তবৃত্তের অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল এই রাঢ়বঙ্গ। রাঢ়-জনপদ অত্যন্ত প্রাচীন। বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন রাঢ় জনপদের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় জৈনগ্রন্থ আয়ারাঙ্গ বা আচারাঙ্গ সুত্রে। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীরা এই অহিংসক জৈন যতিদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জুরী ও হলায়ুধের অভিধান গ্রন্থে ও রাঢ় জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য রাঢ় অঞ্চলের পরিচয় দিয়ে বলেছেন "প্রাচীন কালে ভাগিরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদরে ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্য ভূমি। এই বিস্তৃত অঞ্চল বর্তমানে হুগলি, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ (কান্দি মহকুমা) প্রভৃতি জেলায় বিভক্ত।" (পৃঃ ৫০২)

এই বিস্তৃত রাঢ় জনপদের একটি খন্ডাংশ আমাদের উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু — পাঁচথুপী, বড়এঞা ও তৎসংলগ্ন গ্রামাঞ্চল। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ ও লোকসংস্কৃতির আকর গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় এই অঞ্চল অত্যন্ত প্রাচীন এবং বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির পরিচয়বাহক।

এই অঞ্চলের গ্রামগুলির নাম, গ্রামস্থিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ এ সমস্ত কিছুই এই অঞ্চলের প্রাচীনতার পরিচয়বাহক। এখানে বহু অভিজাত জমিদার বংশের উত্তরসূরী রয়েছে। এছাড়া জজান, ভড়োঞা, হস্তিনাপুর, বড়ঞা, কুলি, প্রভৃতি গ্রামের নামকরণ ও তার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় এই অঞ্চল বহু প্রাচীন। এছাড়া এই অঞ্চলের গ্রাম সমাজের গড়ন বা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কায়স্থদের অধিক প্রাধান্য ও বসবাস দেখে অনুমান করা যায় যে এই অঞ্চলে চিরকালই শ্রমজীবী কৃষক শ্রেণীর প্রাধান্য, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি খুব একটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি কোনদিনই। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এই অঞ্চলের উল্লেখে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাও এই তথ্যকেই সমর্থন করে। খ্রীষ্টীয় নবম থেকে একাদশ শতক ছিল বাংলায় বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণযুগ। কিন্তু গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব থেকে আরম্ভ করে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ে সর্বত্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কায়স্থদের অধিক প্রাধান্য ও বসবাস দেখে অনুমান করা যায় যে এই অঞ্চলে চিরকালই শ্রমজীবী কৃষক শ্রেণির প্রাধান্য, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি খুব একটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি কোনদিনই। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এই অঞ্চলের উল্লেখে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাও এই তথ্যকেই সমর্থন করে। খ্রীস্টীয় নবম থেকে একাদশ শতক ছিল বাংলায় বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণযুগ। কিন্তু গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব থেকে আরম্ভ করে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ে সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমা মিলেছে প্রচুর। তবে এই মুর্ত্তিগুলির মধ্যে বৌদ্ধ বা জৈন সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে। এই অঞ্চলে সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতি ক্রমশ মিলে মিশে গিয়েছিল — যা নিয়ে এখনও প্রচুর গবেষণার অবকাশ রয়েছে। এছাড়া বীরভূম সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের এই অংশে কিন্তু বৈষ্ণব সহজিয়া এবং তান্ত্রিক শক্তি ধর্মেরপ্রকাশ। পাঁচথুপীর নিকটবর্তী সাটিতড়া গ্রামে দৌলেশ্বর পাহাড় নামে একটি অঞ্চলে কিছু দিন খনন কার্য চালানো হয়। প্রায় ১৬ বিঘা অঞ্চল আছে এই পাহাড় রূপে। এই পাহাড় বা পাড় অর্থাৎ উঁচু জায়গাটিতে বর্তমানে ব্যক্তি মালিকাধীন। এখানে বর্তমানে ঈদগাহ ও কবরস্থান আছে। পুর্বে কালিমাতার মন্দির ছিল যা বর্তমানে অবলুপ্ত। জনশ্রুতি এটি হারিরাজার রাজপ্রাসাদ ছিল, এখান থেকে জ্বালামুখী মাতার মন্দির দেখা যায়, যিনি হারি রাজার আরাধ্য দেবী ছিলেন।

এই অঞ্চলে খননকার্য করে তিনটি স্তর পাওয়া গেছে। যার সর্বশেষ স্তর গুপ্তযুগ। পাঁচথুপী সংলগ্ন টগড়া গ্রামে দুই স্ত্রী রূপে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পরিবৃত একটি বিষ্ণুমুর্ত্তি পাওয়া গেছে। এই মুর্ত্তিটি গ্রামবাসীরা নিত্যপূজা করে। সমপদস্থানক ভঙ্গিতে দন্ডায়মান এই মুর্ত্তিটি অনুমান করা যেতে পারে খ্রীস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের। এই একই ধরনের মুর্ত্তি বাংলাদেশের পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার সংলগ্ন সংগ্রাহ শালাতেও দেখতে পেয়েছি। টগড়া গ্রামে একটি স্মৃতি সৌধ আছে। সেটিতে লেখা আছে যে সেই স্মৃতি সৌধটি শ্রীখোলের

আবিষ্কর্তা ছোট হরিদাস বাবাজীর স্মৃতিতে নির্মিত। ঐ অঞ্চলে কথিত আছে যে টগড় নামের বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তিত রূপ শ্রী খোল আর টগড় বাদ্যযন্ত্রের নামেই টগড়া গ্রাম। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসারে সর্বোৎকৃষ্ট 'পত্রোর্ণা' ও 'দুকূল' বস্ত্র পাওয়া যেত সুবর্ণকুড়াতে। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রখ্যাত গবেষক ঐতিহাসিক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত তাঁর 'চেনা মুর্শিদাবাদের অচেনা ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত অনুসরণ করে বলেছেন সুবর্ণকুড়ার নামই পরবর্তী কালে কর্ণসুবর্ণ হয়। তাঁর এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও অতুল কৃষ্ণ সুরের বক্তব্যের মধ্যেও। কর্ণসুবর্ণ সংলগ্ন এই অংশে আজও বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে রেশম বস্ত্র বয়ন করে; যা বর্তমানে অবলুপ্ত হতে চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও INTACH- এর অর্থসাহায্যে আমাদের পাঁচথুপী হরিপদ গৌরীবালা কলেজ আয়োজিত সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল গ্রামীণ মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, স্থাপত্য ও লোকঐতিহ্য। কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্নের ভিত্তিতে আমাদের কলেজের ছাত্র/ছাত্রীরা গ্রামের ইতিকথার সন্ধান করেছে। পাশাপাশি কলেজের অধ্যাপক / অধ্যাপিকাবৃন্দ, শিক্ষাকর্মী, এই অঞ্চলের বিশিষ্ট নাগরিক প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছেন তাঁদের রচনাগুলিতে এই অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরতে। জজান, পাঁচথুপী, হস্তিনাপুর, ভড়োঞা, মুনিয়াডিহি, বড়ঞা, কুলি এই সমস্ত অঞ্চলের কিছু বৃত্তান্ত, কিছু জনশ্রুতি, কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শনের তথ্য ধরা রয়েছে গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে। এই গুলি থেকে যদি কোন গবেষক এই অঞ্চল সম্বন্ধে গবেষণা করতে উৎসাহিত হন, আমাদের সার্থকতা সেখানেই।

এই অঞ্চল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি ছাড়াও বাংলার 'টেরাকোটা, বৈচিত্র্য ও কৃষ্ণলীলা', 'যোগীন্দ্রনাথ সরকার : জন্ম সার্ধশতবর্ষে পুনর্নব, এবং 'ইচ্ছার রাজনীতি' নামে তিনটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। বাংলার টেরাকোটা বৈচিত্র্য ও কৃষ্ণলীলা প্রবন্ধের লেখক কমল বন্দ্যোপাধ্যায় INTACH-এর একজন গবেষক সদস্য। আমাদের অনুসন্ধিৎসার কেন্দ্রবিন্দু যদিও ছিল মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রিক, বিশেষতঃ পাঁচথুপী, বড়ঞা তৎসংলগ্ন অঞ্চল, কিন্তু বৃহত্তর অর্থে সমগ্র বাঙলা ও বাঙালীর শিল্পই আমাদের আলোচ্য। কারণ কোন সংস্কৃতি-ই কোন সংস্কৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে রাণী ভবানী মন্দিরের টেরাকোটাতে রামরাবণের যুদ্ধের ছবি পাওয়া যায়। পাঁচথুপীর নবরত্ন মন্দিরের গায়ের টেরাকোটাগুলি উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। অধ্যাপিকা সোমা ঠাকুরের প্রবন্ধে এই অঞ্চলের ধর্মচিন্তা বিবর্তনের একটা রূপরেখা দেওয়ার প্রচেষ্টা রয়েছে। প্রশান্ত কুমার দাস-এর লেখাতে জজান গ্রামের ইতিকথা, কুলি-র ইতিহাসের কথা অভিজিৎ মণ্ডলের রচনাতে। কলেজের ছাত্র / ছাত্রীরা সংগ্রহ করেছে নিজের নিজের গ্রামের কথা। পাঁচথুপীর গাজন, সঙ, মুসিলিমবিবাহের গান, এই সমস্ত আঞ্চলিক তথ্যসমৃদ্ধ লেখাগুলি

লিখেছেন পাঁচথুপীর বিশিষ্ট নাগরিক বৃন্দ। মাননীয় পুলকেন্দু সিংহ মহাশয় লিখেছেন ফতে সিং পরগণার কথা, যা বর্তমানে 'হারি রাজার ঢিপি'র মধ্যে চাপা পড়ে রয়েছে। বালকনাথ ভট্টাচার্য্য অনুসন্ধান করেছেন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই অঞ্চলের প্রাচীনতার উল্লেখ। অধ্যাপিকা শম্পা লাহা তাঁর প্রবন্ধে পাঁচথুপী গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস থেকে বর্তমান রূপে পৌঁছানোর যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়েছেন। অধ্যাপক অরিজিৎ কুণ্ডুর লেখায় মুর্শিদাবাদ জেলার মহামারী ও দেশীয় লোকবিশ্বাসের কথা। অধ্যাপিকা পম্পি সিদ্ধান্তের রচনায় প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্ণনা। আমাদের এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল কলেজের ছাত্র / ছাত্রীদের নিজের অঞ্চল সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা, অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করানো, নিজেদের জায়গাকে ভালোবাসানো, সেই উদ্দেশ্যে আমরা অনেকটাই সফল। আর এই উদ্যোগে আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন শ্রী বালক নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়। মূলতঃ তার জন্যই এই আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। তাঁকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর উদ্যোগে ভারতীয় জাদুঘরের অন্যতম আধিকারিক শ্রী সায়ন ভট্টাচার্যকে পেয়েছিলাম আমাদের মধ্যে। তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে তিনি তুলে ধরেছেন যে ময়ূরাক্ষীর অববাহিকা জুড়ে ধীরে ধীরে কেমন করে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। তাঁর বর্তমান গবেষণার বিষয় ও এই বিকাশ কাহিনী। আমাদের সেমিনারের উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক সংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. কাকলি ধারা মণ্ডল। তিনি তাঁর বক্তব্যে জানিয়েছিলেন লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যগুলি কিভাবে বর্তমান জীবনাচরণে ছাপ ফেলে যায়। তাঁর বক্তব্যে উজ্জীবিত হয়েছে আমাদের ছাত্র / ছাত্রীরা। তারা খুঁজতে শুরু করেছে তাদের অঞ্চলের ঐতিহ্যের উপকরণ। এই বছর বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক তথা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সার্ধশতবর্ষ। তাঁর লেখা প্রবন্ধে আমরা স্মরণ করেছি সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে। কারণ আঞ্চলিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি সামগ্রিকতাকে স্মরণ রাখা, ভুলে যাওয়া ব্যক্তিত্বকে সামনে তুলে আনা এটাও আমাদের কর্তব্য। তাই এই প্রবন্ধ। 'ইচ্ছার রাজনীতি' নামে প্রবন্ধটি আমাদের গ্রন্থের বিষয়পঞ্জী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মীয়। এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণ অনালোচিত একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। কোন সিদ্ধান্ত সঠিক বা বেঠিক এবং কেনই বা সিদ্ধান্তটি সঠিক বা বেঠিক রূপে বিবেচিত হয়, সেই সম্বন্ধে একটি পথ খোঁজার চেষ্টা এই প্রবন্ধে। সম্পূর্ণ অনালোচিত এই বিষয়টি যদি গবেষক কোন বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিস্তৃত গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন এর অর্থানুকূল্যে এবং INDIAN NATIONAL TRUST FOR ART AND CULTURAL HERITAGE-এর সহায়তায় Archaeology, History

and Distinctive folk tradition of Rural Areas of Murshidabad, West Bengal শীর্ষক এই সেমিনারটি ২৫শে মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশের এই পরিসরে ধন্যবাদ জানাই এই দুই সংস্থাকে। অধ্যাপিকা সোমা ঠাকুর ও অধ্যাপক শ্রী মিন্টু মণ্ডলকে ধন্যবাদ জানাই। এই দুজনের নিরন্তর সহায়তা ছাড়া গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব-ই হতো না। সর্বোপরি ধন্যবাদ আকাশ পাবলিসিং হাউসের শ্রী অভিজিৎ রায়। নিরন্তর তাগিদ আর তার সুচিন্তিত মতামত এই দুইয়ের জন্যই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে বলতে চাই INTACH-এর হাত ধরে আমাদের এই পথ চলা সবে শুরু। আমাদের মূল উদ্দেশ্য এই অঞ্চলকে বিশিষ্ট গবেষকদের আলোচনার পরিসরে তুলে আনা, পাশাপাশি ছাত্র / ছাত্রীদের অঞ্চল সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। কোনো গ্রামীণ অঞ্চলে যখন একটি কলেজ স্থাপিত হয় তখন শুধু শিক্ষাবিস্তার-ই সেই কলেজের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, সেই অঞ্চলের সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি করাও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমাদের কলেজের বিভিন্ন কর্মসূচী সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গৃহীত হয়। INTACH -এর সঙ্গে গৃহীত কর্মসূচী তারই অন্যতম পদক্ষেপ। এই কর্মযজ্ঞে আমাদের কলেজের সবাই অর্থাৎ ছাত্র / ছাত্রী, অধ্যপক / অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ সবাই একসুরে বাঁধা রয়েছি। নতুন দিনের গান রচনার এই ব্রতে সাফল্যলাভের জন্য সকলের শুভেচ্ছার আমাদের বড়ো প্রয়োজন।